The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

শিক্ষাদানে নাট্যকৌশল: কেস স্টাডি ভিত্তিক একটি বিশ্লেষণ

[Drama Techniques in Teaching: A Case Study]

Akamoni Ghosh
Department of Theatre, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 25 February 2025
Received in revised: 17 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Direction, Aesthetics, Learning, Development, Inclusive, Integrated, Pedagogy, Theatre in Education (TIE).

ABSTRACT

Theatre in Education (TIE) offers a dynamic and creative approach to engaging students in the learning process. Emerging in the mid-20th century, TIE combines live theatre with interactive teaching techniques to deal with academic curricula as well as social, cultural, and didactic topics. At the heart of this approach is the director (commonly referred to in TIE as the actor-teacher or facilitator), whose role is to effortlessly integrate storytelling, performance, and audience engagement. This article first examines the role of directors and their creative processes in Theatre in Education, focusing on how they blend teaching methods with the artistry of theatre. By incorporating inclusive teaching practices into the directorial process, theatre evolves beyond performance to become a shared space where individuals, regardless of their abilities, backgrounds, or circumstances, can actively participate and thrive. By merging educational objectives with creative expression, TIE becomes a powerful tool for nurturing critical thinking, empathy, and active engagement. Secondly, this study explores how directors balance their artistic vision with educational goals, highlighting techniques that enhance both learning outcomes and artistic impact. Key themes include collaboration within the creative process, the use of aesthetics to deepen understanding, and the adaptation of directing strategies to accommodate diverse educational settings and curricula.

১. ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা কেবল তথ্য আদান-প্রদান বা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার প্রক্রিয়া নয়, এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সাধনকারী একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়, শিক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীরা নিছকই নিষ্ক্রিয় শ্রোতা না থেকে, সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, সমালোচনামূলক চিন্তাবিদ এবং সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, নাট্য কৌশল (Theater Techniques) শিক্ষাদানের একটি অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি শুধু বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলে না, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এর মূলে রয়েছে আনন্দ এবং আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান। বিজ্ঞান শিক্ষায়, বিশেষ করে ষষ্ঠ শ্রেণির মতো প্রাথমিক স্তরে, 'উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব'-এর মতো অধ্যায়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে প্রায়শই কিছুটা বিমূর্ত এবং শুষ্ক মনে হয়। অদেখা অনুজীবদের জগৎ বা উদ্ভিদের জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা শিক্ষার্থীদের মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে না। কারণ শুধুমাত্র তত্ত্ব কখনো শিশুমনের নিগূঢ়ে পৌঁছতে পারে না। তারজন্য প্রয়োজন প্রায়োগিক এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা। এই ধারণাগুলোকে সহজবোধ্য, জীবন্ত এবং আনন্দদায়ক করার জন্য নাট্য কৌশলের প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার আলোকে, একটি বাস্তব কেস স্টাডির মাধ্যমে শিক্ষাদানে নাট্য কৌশলের প্রায়োগিক দিক এবং এর শিক্ষাগত প্রভাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে যেখানে ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ক "উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব" অধ্যায়টি নাট্যকৌশল প্রয়োগ করে শেখানো হয়েছে। এর অংশ হিসেবে "জীব জগতের নেতা" নাটকটি "আমরা সবাই রাজা" শিরোনামে পুনর্নির্মাণ করে মঞ্চস্থ করা হয়। এটাই ছিল মূলত নাট্যকৌশলের কেন্দ্রীয় উপকরণ।

২. নাট্যকৌশলের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

নাট্যকৌশল বলতে বোঝায় এমন কিছু শিক্ষণ পদ্ধতি যা অভিনয়, ভূমিকা গ্রহণ, অনুকরণ ও নাট্যরীতির মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে জাগ্রত করে। শিক্ষা তাত্ত্বিক নিকোলাই সেরেভিন গ্রুন্ডভিগ (১৭৮৩-১৮৭২) ও তার গণশিক্ষা নীতি, পাওলো ফ্রেইরে ও তার সমস্যা চিহ্নায়ন পদ্ধতি, আইভান ইলিচের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত মতবাদ-ডি-স্কুলিং ও শিক্ষণ জাল, জন হল্ট

এর 'হোম স্কুলিং', জাঁ-জ্যাক রুশো, জোহান হেনরিক পেস্টাৎসী, ফ্রেডরিক ফ্রয়েবল সহ বিভিন্ন বিভিন্ন তাত্ত্বিক শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দময় করার লক্ষ্যে এই ধারার অগ্রপথিক। বিশেষ করে অগাস্টো বোয়ালের "থিয়েটার অফ দ্য অপরেসড" শিক্ষাদানে নাট্যকৌশল ব্যবহারের জন্য বিপ্লব ঘটিয়েছে।

নাট্যকৌশলের উপকারিতা

- বিষয়বস্তুর গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করে
- স্মরণশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলে
- আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়
- শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলে

৩. শিক্ষায় নাট্য কৌশলের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা

নাট্য কৌশল বলতে শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়ায় নাটকীয় উপাদান, যেমন: বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method), প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonestration Method), পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method), মড্যুলার পদ্ধতি (Modular Method), মন্তেসরি পদ্ধতি (Montessori Method), সর্দার পোড়ো ব্যবস্থা (Monitorial system), গবেষণামূলক পদ্ধতি (Research Method), জরিপ পদ্ধতি (Survey Method), জোড়ায় শিখন পদ্ধতি (Pair teaching Method), প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি (Pannel Method), টিম টিচিং বা দলগত শিক্ষাদান (Team teaching method), স্ব-শিখন পদ্ধতি (Self learning method), ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি (Brain storming method), প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি (Question answer Method), ভূমিকাভিনয়/ চরিত্রাভিনয় (Role play method), গুরুগৃহ পদ্ধতি (Guru greha system), ছদ্ম শিখন পদ্ধতি (Simulation), টোল/মাদ্রাসা পদ্ধতি (Tole and madrasa method), সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem solving method), জিগসো পদ্ধতি (Jigsaw method), সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview method) এই পদ্ধতিগুলো শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কেবল মঞ্চে নাটক প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত যে কোনো ধরনের নাটকীয় কার্যকলাপ এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাবিদ ডোরা হেই (Dora Heighway) তার "Drama in the Classroom" (১৯৮৭) বইয়ে শিক্ষাদানে নাটকের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি বলেন যে নাটক শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশ, অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিকাশে সাহায্য করে।

শিক্ষাদানে নাট্য কৌশলের ব্যবহারের পেছনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে

- **শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি:** এই কৌশল অবলম্বনে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। তারা নিজেরা অভিনয় করে, সংলাপ তৈরি করে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে, শিক্ষা নিছকই একমুখী তথ্য প্রদানের পরিবর্তে একটি দ্বিমুখী মিথস্ক্রিয়ায় পরিণত হয়।
- **স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও ধারণা স্পষ্টকরণ:** আবেগ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার্থীরা কেবল শুনছে না, দেখছে এবং অনুভবও করছে। এর মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণা মূর্ত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার্থীদের মনে আজীবনের জন্য তা গেঁথে যায়। উদাহরণস্বরূপ: অনুজীবের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তাদের কার্যকারিতা চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার ফলে তা শিশুমনে অনেক বেশি স্মরণীয় হয়।
- **সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ:** নাট্য কৌশল শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, সমস্যা সমাধানের অভিনব উপায় খুঁজে বের করতে এবং কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে সহায়তা করে। একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাদের মধ্যে সৃজনশীল ভাবনার তৈরি হয়।
- **সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধান:** কোনো চরিত্র বা পরিস্থিতি নিয়ে অভিনয় করার সময় শিক্ষার্থীরা সেই চরিত্র বা পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখে, তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে, যা তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার (Critical Thinking) বিকাশ ঘটায়। একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি হয়।
- **সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ:** দলগতভাবে কাজ করা, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, এবং নিজেদের আবেগ প্রকাশ করার সুযোগ নাট্য কৌশলের মাধ্যমে তৈরি হয়। এটি সহমর্মিতা, যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills), সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব গুণের (Leadership Qualities) বিকাশ ঘটায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

- **জটিল বিষয়বস্তুকে সহজীকরণ:** বিজ্ঞান, ইতিহাস বা সাহিত্যের জটিল ধারণাও নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে আরও সহজবোধ্য করা যায়। প্রাণীদের রহস্যময় জগতকে নাটকীয়ভাবে দৃশ্যমান করা শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা।
- **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও ভীতি রোধ:** শ্রেণিকক্ষে কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে যারা ভয় পায়, নাটকের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রকাশ করার একটি নিরাপদ ও আনন্দময় সুযোগ পায়। এটি তাদের মধ্যে জনসম্মুখে কথা বলার আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। এছাড়া মুখোশ তৈরি,ছবি আঁকা, গান, নাচ বিভিন্ন কাজে উৎসাহ তৈরি হয় এবং শিশুরা নিজেকে প্রকাশের সুযোগ পায়।

৪. গবেষণা পদ্ধতি: কেস স্টাডি বিশ্লেষণ

এই গবেষণার জন্য একটি গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি, বিশেষত কেস স্টাডি (Case Study) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কেস স্টাডির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা, ব্যক্তি, বা প্রতিষ্ঠানের গভীর এবং বিশদ বিশ্লেষণের সুযোগ হয়। এই গবেষণায়, শিক্ষায় নাট্যের প্রায়োগিক কাজের জন্য 'চাপাইর বংশী বদন উচ্চবিদ্যালয়'কে শিক্ষায় নাট্যের প্রয়োগের জন্য নির্ধারণ করা হয় এবং এই বিদ্যলয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে চারদিন ব্যপী শিক্ষায় নাট্যের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় 'উদ্ভিদ, জীব ও অনুজীব' শিক্ষাদানে নাট্য কৌশলের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পূর্বেই চারদিনের একটি কর্ম পরিকল্পনা করা হয়।

প্রথম দিনের কর্ম-পরিকল্পনাঃ ৯/১০/২০২৩	**২য় দিনের কর্মপরিকল্পনাঃ ১০/১০/২০২৩**
১. বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া। ২. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব। ৩. ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাস ও বিজ্ঞান বই দেখা ৪. ক্লাসে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বিষয় উপস্থাপন। ৫. থিয়েটার গেমস। ৬. কেনো নাট্যের মাধ্যমে শিক্ষা সেই বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। ৭. পরদিন নতুন কিছু করার উদ্দীপনা দিয়ে কাজ শেষ করা।	১. নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া। ২. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়। ৩. থিয়েটার গেমস । ৪. শিক্ষায় নাটক সম্পর্কিত ধারণা তাদেরটা শোনা হবে এবং নিজেরটা বলা হবে। ৫. পরিবেশনার জন্য অডিশন। ৬. প্রপস তৈরির কাজ করানো হবে।
তৃতীয় দিনের কর্ম-পরিকল্পনাঃ ১১/১০/২০২৩	**চতুর্থ বা সমাপনী দিনের কর্ম-পরিকল্পনাঃ ১২/১০/২০২৩**
১. নির্ধারিত সময়ে স্কুলে উপস্থিত হওয়া। ২. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়। ৩. গল্পটি পড়েছে কি না জানতে চাওয়া। ৪. থিয়েটার গেমস। ৫. মহড়া। ৬. প্রপস সহ মহড়া। ৭. পরিবেশনার পোশাক কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা।	১. নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া। ২. পরিবেশনা প্রদর্শনীর প্রতি শিক্ষার্থীদেও উৎসাহী করা। ৩. ঠিক/ভুল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আনন্দের সাথে পরিবেশনা উপস্থাপন করতে বলা। ৪. শিক্ষার্থী, শিক্ষককে ফর্ম পূরণ করতে দেয়া। ৫. সবাইকে কস্টিউম এবং প্রপস সহ তৈরি হতে সাহায্য করা। ৬. নাটকের প্রদর্শনী। ৭. সাক্ষাৎকার। ৮. অভিভাবকদের দিয়ে ফর্ম পূরণ। ৯. উপহার দেয়া এবং বিদায় নেয়া।

৪.১. কেস স্টাডির উদ্দেশ্য

- শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট অধ্যায় পাঠদান শিক্ষাদানে নাট্য কৌশলের প্রয়োগের ধরন ও বৈচিত্র্য চিহ্নিত করা। ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় 'উদ্ভিদ, জীব ও অনুজীব' নির্ধারণ করা হয়।
- নাট্য কৌশলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
- নাট্য কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ (Challenges) এবং তার সম্ভাব্য সমাধান (Solutions) চিহ্নিত করা।
- নাট্য কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাগত ফলাফল এবং দক্ষতা বিশ্লেষণ করা, বিশেষ করে 'জীবজগতের নেতা' নাটকটির শিক্ষাগত প্রভাব।

৪.২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে:

- শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ (Classroom Observation): 'উদ্ভিদ, জীব ও অনুজীব' অধ্যায়টি শিক্ষাদানের সময় নাট্য কৌশলের প্রয়োগ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কোন নাট্য কৌশল ব্যবহারে, শিক্ষার্থীদের কেমন প্রতিক্রিয়া, পুরো প্রক্রিয়ার গতিশীলতা এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ লক্ষ্য করা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার ও ফিডব্যাক (Student Interviews and Feedback): সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তাদের অনুভূতি, শেখার আনন্দ, এবং বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে নাট্য কৌশলের ভূমিকা সম্পর্কে জানা হয়েছে। একই সাথে, তাদের লিখিত ফিডব্যাকও সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।
- দিনলিপি (Reflective Diary): প্রতিদিনের শিখণ অভিজ্ঞতা, নাট্য কৌশল প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, অপ্রত্যাশিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসেবে আত্ম-পর্যবেক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে।
- শিক্ষার্থীর কাজের নমুনা (Student Work Samples): 'জীবজগতের নেতা' নাটকটির জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি পান্ডুলিপি, নাটকের নতুন নামকরণ , চরিত্র বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট চিত্রাঙ্কন ও তার নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই নমুনাগুলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের গভীর উপলব্ধি নির্দেশ করে।
- থিয়েটার গেমস (Theatre Games): শিক্ষায় নাট্যের একটি অন্যতম উপাদান থিয়েটার গেমস। থিয়েটার গেমসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয় খেলার মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই আনন্দের মাধ্যম শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করে।
- অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া (Parental Feedback): কিছু শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করে তাদের সন্তানদের বিজ্ঞান শেখার প্রতি আগ্রহের পরিবর্তন এবং বিদ্যালয়ে নাট্য কার্যক্রমের প্রতি তাদের মনোভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৩. উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

সংগৃহীত উপাত্তগুলি থিমেটিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Braun & Clarke, 2006)। সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং দিনলিপি থেকে পুনরাবৃত্ত থিম, প্যাটার্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। কিভাবে কোন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সাড়া এবং শেখার ফলাফল কী হয়েছে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে, 'জীবজগতের নেতা' বা শিক্ষার্থীদের নামকরণে 'আমরা সবাই রাজা' নাটকটির মাধ্যমে কোন কোন ধারণাগত এবং প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জিত হয়েছে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কেস স্টাডি: ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান পাঠদান ও নাট্য প্রয়োগ

১. পাঠ্যবিষয় নির্বাচন : ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের 'উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব' অধ্যায়ে জীবের শ্রেণিবিন্যাস, জীবনের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদের শ্রেণি, অনুজীবদের কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় এই অর্ধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুগুলো সরল হলেও শিক্ষার্থীদের কাছে কিছুটা বিমূর্ত ও নিস্তরঙ্গ মনে হতে পারে। এজন্য বিষয়টির প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনা প্রয়োজন।

২. নাট্য নির্বাচনের কারণ : এই পাঠ্য অধ্যায়ের ভিত্তিতে বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে সংকলিত নাটক "জীব জগতের নেতা" কে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যপ্রযোজনা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রযোজনাটি 'আমরা সবাই রাজা' নামকরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবের শ্রেণিবিন্যাস, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জৈববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে শিক্ষায় নাট্য।

৩. ধারণা পরিচিতি: প্রথমে শিক্ষার্থীদের 'উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব' অধ্যায়ের মৌলিক ধারণাগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক আলোচনা করা যেমন: জীব কী, অনুজীব কী, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে এই পর্বটিকে পরিচালনা করা হয়।

৪. চরিত্র নির্বাচন ও দল গঠন: শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের (যেমন: বটগাছ, পেঁচা, বাঘ, বানর, হাতি, পিঁপড়া, টিকটিকি, ব্যাঙ, তেলাপোকা, ভাইরাস, মানুষ ১,২ ইত্যাদি) ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের চরিত্র বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যা তাদের আগ্রহ বাড়ায়। একদল শিক্ষার্থী অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং অন্য আরেকদল শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় প্রয়োজনীয় সামরিক নির্মাণে।

৫. সংলাপ বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণ: মূল নাটকের সংলাপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কিন্তু ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে নির্মিত পরিবেশনায় হুবহু সংলাপ না রেখে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী নতুন সংলাপ তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয় তাদের পছন্দের চরিত্র সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে নতুন সংলাপ যোগ করে বা বিদ্যমান সংলাপগুলো পরিবর্তন করে নাটকটিকে আরও সমৃদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভুল করতে। উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ারগুরুত্ব (অক্সিজেন উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদন) তুলে ধরা হয়।

৬. মহড়া ও প্রস্তুতি: শিক্ষার্থীদের তাদের নির্বাচিত চরিত্রের উপর ভিত্তি করে মহড়া করানো হয়। এই বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা দেয়া হয় যেনো বিষয়গুলো তারা সঠিকভাবে বুঝে উপস্থাপন করতে পারে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয়। অপরদিকে একদল শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রপস তৈরিতে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজ (Teamwork), নেতৃত্ব (Leadership) এবং সমস্যা সমাধানের (Problem Solving) দক্ষতাগুলো বিকশিত হয়।

৭. মঞ্চায়ন: নির্দিষ্ট দিনে নাট্যিক পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি সাধারণ প্রপস (যেমন: মুখোশ, পোশাক) ব্যবহার করে। এটি তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশে সহায়তা করে।

৮. পরিবেশনা পরবর্তী আলোচনা: পরিবেশনাটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর পুরো শ্রেণির অংশগ্রহণে আলোচনা হয়, যার মধ্যে প্রশ্নোত্তর, জীবগোষ্ঠীর কার্যাবলি নিয়ে মতবিনিময়, ও গল্পভিত্তিক লিখনচর্চা অন্তর্ভুক্ত।

৪.৩ পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক ফলাফল

দিক	পর্যবেক্ষণ ও ফল
সক্রিয়তা	৯৯% শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
বিষয়বস্তুর গভীর উপলব্ধি ও ধারণা স্পষ্টকরণ	শিক্ষার্থীরা কেবল মুখস্থ না করে, জীবজগতের প্রতিটি উপাদানের ভূমিকা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করে।
স্মৃতিশক্তির উন্নতি	নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে শেখা তথ্য শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।
ভাষাগত দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা গল্পভাষ্য, বিশ্লেষণাত্মক লেখা এবং বক্তব্যে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।
আত্মবিশ্বাস	নিরব শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে।
সহযোগিতা	দলগত কাজের মধ্যেমে শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি।

আলোচনা ও বিশ্লেষণ

শিক্ষাদানে নাট্যকৌশল এই কেস স্টাডি থেকে এটি স্পষ্ট যে, নাট্য কৌশল ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষাদানে একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। এটি প্রচলিত মুখস্থ-নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক (Experiential Learning) এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক (Learner-Centered) শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। এটি কেবল তথ্য সরবরাহ করে না, বরং শেখার একটি গতিশীল ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া

নাট্যপদ্ধতির মাধ্যমে শেখানোর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়–

- বিজ্ঞানভীতি হ্রাস ও নতুন কিছু শেখার আগ্রহ
- দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি
- সৃজনশীলতা ও অভিব্যক্তির বিকাশ
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক হয়
- পাঠ শেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি
- নির্মাণশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ
- ভিন্নমত গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি
- লার্নিং বাই ডুয়িং বা কাজের মাধ্যমে শেখা

সীমাবদ্ধতা

- যথাযথ প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকলে এই কৌশল সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়।
- বড় শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা কঠিন হতে পারে
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা জটিল হতে পারে
- মূল্যায়ন পদ্ধতি এখনো ট্র্যাডিশনাল, নাট্যকৌশল অনুযায়ী নয়

সুপারিশ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণে নাট্যকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা
২. পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক ও সৃজনশীল পদ্ধতির স্থান বৃদ্ধি
৩. স্কুল পর্যায়ে নাট্যকেন্দ্রিক প্রকল্প ভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা
৪. শ্রেণিকক্ষে নাট্যকৌশল ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ন
৫. বিদ্যালয়গুলিতে নাট্য কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন: সাধারণ পোশাক, সহজ প্রপস, উন্মুক্ত স্থান) সরবরাহ করা উচিত।
৬. অভিভাবকের সম্পৃক্ততা

উপসংহার

শিক্ষাদানে নাট্য কৌশল কেবল একটি শিক্ষণ পদ্ধতি নয়, এটি একটি শিক্ষামূলক দর্শন যা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আমার নিজস্ব শিক্ষাদানের এই কেস স্টাডি থেকে এটি স্পষ্ট যে, সঠিকভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করা হলে নাট্য কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানীয়, আবেগিক, সামাজিক এবং সৃজনশীল দক্ষতার এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটাতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের 'জীব, অনুজীব ও উদ্ভিদ' অধ্যায় শিক্ষাদানে 'জীবজগতের নেতা' নাটকটির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল বিজ্ঞানের জটিল ধারণাগুলোই বোঝেনি, বরং তারা শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি এক নতুন, গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

যদিও এর প্রয়োগে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন: সময় ব্যবস্থাপনা, উপকরণের সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষকদেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত সমর্থন, এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নাট্য কৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ একটি সমৃদ্ধ, সৃজনশীল এবং কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে সহায়ক হবে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য আরও উজ্জ্বল ও জ্ঞানভিত্তিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্রে

১ ঘোষ, অরুণ ও সুশীল রায়, *শিক্ষাবিজ্ঞান*, কলকাতা: ব্যানার্জি পাবলিকেশন, জুন, ১৯৮৭।

২ রওশন আরা চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি, ১৯৮৩।

৩ মালেক, বেগম, ইসলাম, রিয়াদ শাহবাজ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

৪ আব্দুল হালিম প্রামাণিক, *বাংলাদেশে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি: প্রয়োগ সম্ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

৫ মুহম্মদ আবুল ফজল, *বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়*, ঢাকা: টুম্পা প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০০৯।

৬ রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *নাটক তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, কবীর চৌধুরী, *গ্রীক নাট্যকলার কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, জুন, ২০২৩।

৭ প্র. ড. মো. ফজলুল হক (সম্পাদিত), *গবেষণা পত্রিকা*, ড. মীর মেহবুব আলম, *শিক্ষায় নাট্যের ধারাপথ: প্রায়োগিক নির্মিতি*, কলা অনুষদ, রা.বি, রাজশাহী, ডিসেম্বর, ২০১৮।

৮ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প নাট্যধারা উন্নয়ন নাট্য: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: সমাবেশ, শাহবাগ, ফ্রেব্রুয়ারি, ২০০১।